যুগান্তর

তারিখ ..31 OCT. 2015...
পৃষ্ঠা ...১৬ কলাম....5.....

মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা বাতিলে আবারও রিট করবে শিক্ষার্থীরা

যুগান্তর রিপোর্ট

২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বাতিলে সংবিধানের ১৭ এবং ৪৭ ধারা অনুযায়ী ফের দুটি রিট করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তাদের পক্ষে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন রিট করবেন বলে জানিয়েছেন ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সমন্বয়ক আশরাফ কামাল। মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে গঠিত গণতদন্ত কমিটির গণশুনানি শেষে তিনি এসব কথা বলেন তিনি। আন্দোলনের ৪১তম দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির তৃতীয় তলায় সন্ধ্যা ৬টায় প্রশ্ন ফাঁসবিষয়ক এ গণশুনানি হয়। গণশুনানিতে গণতদন্ত কমিটির ১৭ সদস্যের মধ্যে কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ ১৫ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছাত্র এবং অভিভাবকরা প্রশ্ন ফাঁসের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন।

শুনানি শেষে গণতদন্ত কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বলেন, আজ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রশ্ন ফাঁসের যদি আরও কোনো প্রমাণ কারও কাছে থাকে তাহলে আগামী ৫ নভেম্বরের মধ্যে আমাদের কাছে দাখিল করতে পারবে। আগামী ৫ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত তথ্য-প্রমাণ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের কাছে দাখিল করা হবে বলেও জানান তিনি।

আগের রিট সম্পর্কে আশরাফ কামাল বলেন, ইউনুস আলী আকন্দের করা আগের রিটটি আদালত খারিজ করেছে বলে প্রচার করা হলেও এটা আসলে খারিজ করা হয়নি। এটা আদালত নট প্রেস করেছিল। তিনি বলেন, 'সরকারি মেডিকেলে চান্স পাওয়া সত্ত্বেও ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় তারা বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার আবেদন করেছে এমন প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। এমন অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তারা ভর্তি হলে আমরা সব প্রমাণ প্রকাশ করব।'

তিনি বলেন, 'ভারতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় মাত্র ৪২ জন প্রশ্ন পেয়ে থাকলেও সে দেশের আদালত পরীক্ষা স্থগিতের রায় দিয়েছে। সে দেশের আদালত বলেছেন, যদি একজনও পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পেয়ে থাকে তাহলেও সেই পরীক্ষার সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আমাদের দেশেও প্রশ্ন ফাঁসের এ পরীক্ষা বাতিলে আমরা আশাবাদী। যদি ৬ মাস পরও এটা প্রমাণিত হয় তাহলেও আদালত চাইলে এ পরীক্ষা বাতিল করতে পারে।'

প্রসঙ্গত এর আগে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কাছে বিএমএর পক্ষ থেকে তথ্য-প্রমাণ চাওয়া হলে তারা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।